গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর
রাজস্ব শাখা
www.rangpurdiv.gov.bd

বিষয়: জুন/২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত রংপুর বিভাগীয় মাসিক রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	মোঃ শহিদুল ইসলাম এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।
সভার তারিখ	:	২৩ জুন ২০২৬
সভার সময়	:	বেলা- ০৩:৩০টা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির নির্দেশনাক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন বা সংযোজন/বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়। সভায় ধারাবাহিকভাবে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	বিষয় ও আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় পর্যালোচনা (সাধারণ): জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবি বিভাগে মোট- ৫৪,৫৪,২৭,০৬১/- টাকা। মে/২০২৬ মাস পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৫৪,৪৭,৫২,৯৯৫/- টাকা। আদায়ের হার ৯৯.৮৭%। মে/২০২৬ মাসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সন্তোষজনক হওয়ায় সকল জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% ভূমি উন্নয়ন কর আদায় নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবি আদায় অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় ১০০% নিশ্চিৎ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর
	খ) ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় পর্যালোচনা (সংস্থা): জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সংস্থার দাবি মোট- ৪২,৯১,৮১,০০৩/- টাকা। মে/২০২৬ মাস পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৭,৬০,২১,৮৮৩/- টাকা। আদায়ের হার-১৭.৭১%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংস্থার দাবি আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থা বরাবর পত্র প্রেরণ করা সহ টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যে আদায় বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২৫-২৬ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সংস্থার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংস্থা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করে আদায় বৃদ্ধি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর
২	কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কৃষি খাস জমি, ভূমিহীন পরিবার ও কবুলিয়ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ১,৯১,৩৯০.৪৭ একর। মে/২০২৬ মাসে জেলাসমূহে ৩২ টি ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্তের হার বৃদ্ধি এবং রেজিস্টার ৮ ও ১২ যাচাই করে হালনাগাদ করার নিদের্শনা প্রদান করা হয়। বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি গ্রহীতার নামে কবুলিয়ত ও নামজারি করে সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, গ্রহীতার নামে কবুলিয়ত ও নামজারি করে দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্টার বিশেষ করে রেজিস্টার ৮ ও ১২ হালনাগাদ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৩	অবৈধ জবর দখল হতে উদ্ধারকৃত ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত: মে/২০২৬ মাসে মোট ৬.৭৭৫ একর ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চলতি মাসে গাইবান্ধা জেলায় ৪.৪৮ একর জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করায় জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং উদ্ধারকৃত জমিতে বৃক্ষ রোপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে সম্পত্তি উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উদ্ধারকৃত জমি ফেলে না রেখে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে সম্পত্তি উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জমি ফেলে না রেখে বৃক্ষরোপনসহ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৪	<u>অর্পিত সম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত:</u> ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের সকল জেলার অর্পিত সম্পত্তির মোট দাবি-৮,০২,৪৫,৬০১/- টাকা। মে/২০২৬ মাসে আদায়ের হার-৬০ শতাংশ। বিবেচ্য মাস পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির দাবি আদায়ের হার ৯৫.৩৭ শতাংশ হওয়ায় জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তির আদায় বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের অর্পিত সম্পত্তির আদায় বৃদ্ধি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর
৫	<u>পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত:</u> ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রংপুর বিভাগে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবির পরিমাণ মোট- ৯৮,৬৯,২৩২/- টাকা। আদায়ের হার- ৪৫.৬৭ শতাংশ। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে দাবি আদায়ে অধিকতর সচেষ্ট হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীর বিপরীতে আদায় অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীর বিপরীতে আদায় অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৬	<u>নামজারি ও ই-নামজারি মামলা সংক্রান্ত:</u> ই-নামজারি ২৮ দিনের উর্ধ্বে পেন্ডিং আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ই-নামজারিতে গড় নিষ্পত্তির সময় কমিয়ে আনার ব্যাপারেও তৎপর হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া নোটিশ ছাড়াই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) ও রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরগণকে পরিদর্শন/মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার ই-নামজারি গড় নিষ্পত্তির হার (দিন) ২৮ দিনের মধ্যে রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ২৮ দিনের উর্ধ্বে পেন্ডিং আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গড় নিষ্পত্তির সময় কমিয়ে আনতে হবে। খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরগণকে নোটিশ প্রদান ছাড়াই পরিদর্শন/মনিটরিং করতে হবে। গ) পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার ই-নামজারি গড় নিষ্পত্তির হার (দিন) ২৮ দিনের মধ্যে রাখতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। গ) জেলা প্রশাসক পঞ্চগড়, নীলফামারী।
৭	<u>রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা:</u> প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মে/২০২৬ মাসে দায়েরকৃত ৫১টি মামলাসহ মোট মামলা সংখ্যা ২৩৬টি। মে/২০২৬ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৫৯টি এবং অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭৭টি যার মধ্যে গাইবান্ধা-৫৬ ও ঠাকুরগাঁও জেলায়-৪৭টি। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবি তামাদি হওয়ার পূর্বে সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবি তামাদি হওয়ার পূর্বে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৮	<u>জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা:</u> প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মে/২০২৬ মাসে দায়েরকৃত-১৪৩টি মামলাসহ মোট মামলা সংখ্যা-৭,৮০০টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা-১৯৫টি। বর্তমানে অনিষ্পন্ন-৭,৫০৫টি মামলার দাবীর পরিমাণ-৭৪,৯৯,৩৪,৯৫৩/- টাকা। ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা- ১,৯২৭ টি। ১৫ বছরের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাগুলো প্রয়োজনে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। খ) ১৫ বছরের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাগুলো ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৯	<u>দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত (মূল ও আপিল):</u> রংপুর বিভাগে বিচারাধীন দেওয়ানি (মূল) মামলার সংখ্যা- ১২,৪৮৬টি ও (আপিল) মামলা ১,৪৭৫টি। মামলার এস.এফ পেন্ডিং রয়েছে-৫৫৩টি। সকল জেলার পেন্ডিং এস.এফ গুলো যথাযথভাবে প্রেরণ এবং কোন অবস্থাতে যেন সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারের বিপক্ষে যাওয়া মামলাগুলোর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ক) দেওয়ানি মামলার পেন্ডিং এস.এফ যথাযথভাবে প্রস্তুতকরত: দ্রুত প্রেরণ এবং কোন অবস্থাতে যেন সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। খ) সরকারের বিপক্ষে যাওয়া মামলাগুলোর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

১০	<u>অবমূল্যায়ন মামলার তথ্য:</u> রংপুর বিভাগে-৩৫৮টি অবমূল্যায়ন মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বিবেচ্য মাসে-১০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে- ৩৪৮টি মামলা। মে/২০২৬ মাসে লালমনিরহাট জেলা- ১০ টি মামলা নিষ্পত্তি করায় জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। দিনাজপুর জেলায় অবমূল্যায়ন মামলা অনেক বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে মামলাগুলো বণ্টন করে দুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) অবমূল্যায়ন মামলা দুত নিষ্পত্তি করতে হবে। খ) দিনাজপুর জেলার অবমূল্যায়ন মামলা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে মামলাগুলো বণ্টন করে দুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। খ) জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
১১	<u>অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত মামলা (ক-তফসিল):</u> উপস্থাপিত তথ্য মতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলা সংখ্যা- ৫,৩২৬টি। জবাব প্রেরণের সংখ্যা ৩,৪৩৫টি। অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ২৭১৩ টি। ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার জবাব দুত প্রেরণ এবং সরকারের বিপক্ষে প্রদানকৃত রায়ের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার দফাওয়ারী জবাব দুত প্রেরণ এবং সরকারের বিপক্ষে প্রদানকৃত রায়ের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১২	<u>রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:</u> অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর অবহিত করেন যে, বিভাগীয় পর্যায়সহ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে বিচারাধীন মোট মামলা সংখ্যা- ৪১৩টি। বিবেচ্য মাসে-৪১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা- ৩৭২টি। ঠাকুরগাঁও জেলায় রাজস্ব মামলার সংখ্যা তুলানামূলক বেশি। আপিল দায়েরের সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) অনিষ্পন্ন রাজস্ব মামলাসমূহ দুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) ঠাকুরগাঁও জেলার রাজস্ব মামলা দুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। খ) জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।
১৩	<u>এল. এ কেসের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও অধিগ্রহণের তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত :</u> ২০১৭ সালের আইনের আওতায় এল.এ কেসের সংখ্যা- ৩৯০টি। গেজেট প্রকাশিত হয়েছে- ২১০টি। নামজারির সংখ্যা- ১২২টি। গেজেট হয়েছে কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয়নি- ৩৭টি। এল. এ. কেসের যে নথিসমূহ গেজেটের জন্য প্রেরিত হয়নি সে গুলো দুত প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয়নি এরূপ জমির নামজারি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান বরাবরে পত্র প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) এল.এ. কেসের যে নথিসমূহ গেজেটের জন্য প্রেরিত হয়নি সে গুলো দুত প্রেরণ করতে হবে। খ) গেজেটে প্রকাশিত কিন্তু নামজারি সম্পন্ন না হওয়া এলএ কেসসমূহের নামজারি দুত সম্পন্ন করতে হবে। গ) অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারি সম্পন্নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান বরাবরে পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক-গ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১৪	<u>গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প সংক্রান্ত:</u> ক) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ে (সিভিআরপি) প্রকল্পটি ৩০ জুন/২০২৪খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও বীরগঞ্জ উপজেলায়, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায়, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় এবং গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য যে সকল ঘর নির্মাণ হয়েছে সেগুলোসহ ইত:পূর্বে নির্মিত গুচ্ছগ্রামের যেসকল কাজ(কবুলিয়ত, রেজিস্ট্রি ও দখল হস্তান্তর) অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোর কাজ দুত সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৮/১০/২০২৫ তারিখের ৪৯৪নং স্মারকে জানানো হয়েছে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "গুচ্ছগ্রাম-৩য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (Development Project proposal) অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপির অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলার উপজেলাওয়ারি প্রয়োজনীয় খাসজমির পরিমাণ (স্কেচ ম্যাপসহ) ও পুনর্বাসনের জন্য ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ করে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে মর্মে বর্ণিত পত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ নির্দেশনা দুত বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে তৎপর হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য যে সকল ঘর নির্মিত হয়েছে, সেগুলোসহ ইত:পূর্বে নির্মিত গুচ্ছগ্রামের যে সকল কাজ (কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি ও দখল হস্তান্তর) অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোর কাজ দুত সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রত্যেক জেলার উপজেলাওয়ারি প্রয়োজনীয় খাসজমির পরিমাণ (স্কেচ ম্যাপসহ) ও পুনর্বাসনের জন্য ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ করে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করে এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট), গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর ও বাস্তবায়নে- সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। খ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

১৫	<u>হাট-বাজার ও সায়রাত মহালের তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত:</u> জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে এ বিভাগে ইজারাযোগ্য হাটের সংখ্যা- ১,৩৩৭টি। তন্মধ্যে পেরিফেরিভুক্ত হাটবাজারের সংখ্যা- ১,১২৫ টি। চলতি বছরে ইজারা প্রদত্ত হাটের সংখ্যা- ৯৭৮টি এবং ইজারাবিহীন হাটের সংখ্যা-৩৫৯টি। খাস আদায় হচ্ছে- ৩১৫টি। যেসকল হাটবাজার পেরিফেরিভুক্ত হয়নি সেসকল হাটবাজারের সংখ্যা কার্যপত্রের ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে এবং যেসকল হাটবাজার লিজ প্রদান করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোতে খাস আদায় নিশ্চিত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আবার যেসকল হাটবাজারের পেরিফেরি নকশা এখনও প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি সেগুলো দ্রত প্রস্তুত করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ইতোমধ্যে অনুমোদিত হাটবাজারের পেরিফেরি নকশায় কিংবা হাটবাজারের জমিতে ব্যক্তিমালিকানা জমি থাকলে জমির হালনাগাদ রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ করে জেলা প্রশাসকগণকে দ্রুত সেসকল পেরিফেরি নকশা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) যে সকল হাট-বাজার পেরিফেরিভূক্ত হয়নি সেগুলো পেরিফেরিভূক্ত করতে হবে এবং পেরিফেরি ভুক্ত নয় এমন হাটবাজারের সংখ্যা কার্যপত্রের ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে। খ) হাট বাজার লিজ প্রদান ও খাস আদায় সম্ভব না হলে, সেটার কারণ হালনাগাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। গ) যেসকল হাটবাজারের পেরিফেরি নকশা এখনও প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি সেগুলো দ্রুত প্রস্তুত করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ইতোমধ্যে অনুমোদিত হাটবাজারের পেরিফেরি নকশায় কিংবা হাটবাজারের জমিতে ব্যক্তিমালিকানা জমি থাকলে জমির হালনাগাদ রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরন করে দ্রুত সেসকল পেরিফেরি নকশা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক-গ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১৬	<u>অডিট সংক্রান্ত:</u> সভায় অবহিত করা হয় যে, এ বিভাগে পেন্ডিং অডিট আপত্তির সংখ্যা- ৭৫টি। তার মধ্যে রংপুর-০৩টি, গাইবান্ধা-০৮টি, কুড়িগ্রাম-১৯টি, নীলফামারী -০২টি, দিনাজপুর-৪১টি ও ঠাকুরগাঁও-০২টি পেন্ডিং রয়েছে। দিনাজপুর জেলায় অডিট আপত্তির সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। অডিট আপত্তির টাকা আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ বক্ষ্যমাণ জবাব দ্রুত প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) যে সকল অডিট আপত্তির বক্ষ্যমাণ জবাব প্রেরিত হয়নি সেগুলোর আপত্তির টাকা আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ বক্ষ্যমাণ জবাব প্রেরণ করতে হবে। খ) দিনাজপুর জেলার অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর। খ) জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
১৭	<u>সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত :</u> জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর জানান, রংপুর জোনে-০৫টি জেলায় ৩৫টি উপজেলার ৩,৬৭৬টি মৌজার মধ্যে ৩,৬৫৩টি মৌজার জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। ৩,৬৫৩টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩,৬২৫টি মৌজার গেজেট সমাপ্তি অন্তে ভলিউম বহি হস্তান্তর করা হয়েছে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর জানান, দিনাজপুর জোনে-০৩টি জেলায় ২৩টি উপজেলার ৩,১০৯টি মৌজার মধ্যে ৩,০৬৯টি মৌজার জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। ১,৪৫৬টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ১,২২৩টি মৌজার গেজেট সমাপ্তি অন্তে ভলিউম বহি হস্তান্তর করা হয়েছে। যে সকল মৌজার জরিপ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু এখনও রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশনা হয়নি সে সকল মৌজার রেকর্ড চুড়ান্তভাবে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং একইসাথে জরিপ চলাকালে প্রবাহমান নদীসমূহ অবশ্যই বিধি মোতাবেক খাস খতিয়ানে আনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) যে সকল মৌজার জরিপ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু রেকর্ড চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় নি সে সকল মৌজার রেকর্ড চূড়ান্তভাবে প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ) দিয়ারা জরিপের পর্চার জন্য চাহিদা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে। গ) জরিপ চলাকালে প্রবাহমান নদীসমূহ অবশ্যই বিধি মোতাবেক খাস খতিয়ানে নিয়ে আসতে হবে।	ক-গ) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর/ দিনাজপুর।

১৮	বিবিধ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর, জেলা প্রশসকের কার্যালয় (সকল) ও উপজেলা নির্বহী অফিসার (সকল) কর্তৃক সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Government Performance Monitoring System - GPMS) এর ০৩(তিন) বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সাথে রাজস্ব সভার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রমাপ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রণীত GPMS অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রা/প্রমাপ অর্জন করতে হবে।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রংপুর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল)।

সভাপতি ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ বাস্তবায়নে জেলা গুলোতে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না মর্মে সভার শেষপ্রান্তে উল্লেখ করেন এবং এ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা প্রসাসকগণকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় আর কোন মতামত পাওয়া না গেলে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
৩০/০৬/২০২৬
মোঃ শহিদুল ইসলাম এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর
ফোনঃ ০২৫৮৮৮১২০০১ (অফিস)
ই-মেইল divcomrangpur@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.০০০০.০০৮.১০.০০১.২৫- ২৮৯(২২)

তারিখ : ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩ / ৩০ জুন ২০২৬

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
৪) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ঢাকা
৫) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৬) প্রকল্প পরিচালক,সমগ্র শহর ও ইউ: ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭) ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ভূমি ভবন, ১২তলা, ৯৮ শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২০৮
৮) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর (সভার সিদ্ধান্তসমূহ জেলা রাজস্ব সভায় উপস্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো)
৯) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর
১০) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর জোন, দিনাজপুর/রংপুর জোন, রংপুর
১১) বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর
১২) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প (সিভিআরপি), রংপুর
১৩) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৪) সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর
১৫) অফিস কপি।

৩০/৬/২৬
মৌসুমী আফরিদা
উপসচিব
ফোন: ০২৫৮৮৮১২০০১